দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL 7 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

পাঠক অভিমত

বুয়েটে উচ্ছৃংখলতা : শাস্তি কি যথার্থ হয়ে

গত ৪ঠা জুলাই রোববার থেকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) খুলে এসেছে ক্যাম্পাসে প্রাণচাঞ্চল্য। গত ২৫ ও ২৬শে এপ্রিলে সংঘটিত ক্যাম্পাসে ভা শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায় আক্রমণসহ বিভিন্ন উচ্ছৃংখল ঘটনার কারণে বুয়েট বন্ধ দিন। এরই মাঝে বুয়েটের 'বোর্ড অফ রেসিডেন্স এন্ড ডিসিপ্লিন কমিটি' তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে উচ্ছৃংখল আচরণের কারণে বহিষ্কার, স্থগিত বহিষ্কার এবং জরিম হিসেবে মোট ৫৮ জনকে শাস্তি প্রদান করেছে। এদের মধ্যে মাত্র ১ জনকে চিরতরে এবং বাকিদেরকে 'স্থগিত' বহিষ্কার ও জরিমানা শাস্তি দেয়া হয়েছে। কিন্তু এরই মাধ্যে নিয়ে সাধারণ নাগরিক, ছাত্র এবং অভিভাবকদের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে। বলা হচ্ছে যে, অ তুলনায় শাস্তির মাত্রাটা অনেক বেশি হয়ে গেছে। শোনা যাক তারা কি বলেন। হুবহু কথপোকথন তুলে ধরা হলো .....।

অপরাধের মাত্রার তুলনায় এ শাস্তি ঠিক হয়েছে

❑ আরিফ আরমান
ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট

এ ব্যাপারে এখন আর কি বলার আছে! ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। অন্যান্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে গেলাম। শাস্তি সম্পর্কে বলতে গেলে আমার মত হচ্ছে, কমিটি কিসের পরিপ্রেক্ষিতে কাকে কি শাস্তি প্রদান করেছে— এটি এখনও আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। তবে অপরাধের মাত্রা তুলনা করলে এ ধরনের শাস্তি অবশ্যই ঠিক হয়েছে।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রতীকী শাস্তি প্রদান করা যেতো

❑ মহিউদ্দিন আহমেদ, অভিভাবক

বুয়েটে যা ঘটে গেল সেটা মোটেও কাম্য নয়। আমাদের সময়ে আমরা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এভাবে দাঁড়ানোর কথা কল্পনাই করতে পারতাম না। অথচ বুয়েটে এটা কি ঘটল। আমার তো মনে হয় পড়াশুনার ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এমন সব নৈরাজ্যকর কার্যকল্যাপের জন্য 'হেভি পানিশমেন্টই' শ্রেয়। কিন্তু বুয়েটে গুটিকতক ছাত্রের জন্য সবাইকে ঢালাওভাবে শাস্তি দেয়াটাও ঠিক নয়। আমার মতে পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক রাখতে ছাত্রদের প্রতীকী শাস্তি প্রদান করা যেতো: কিন্তু সেই পরিস্থিতি এখন আর অনুকূলে নেই। এখন নজর রাখতে হবে ছাত্ররা যাতে কোন কিছুকে ইস্যু না করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রশাসনকে সব সময়ই সতর্ক থাকতে হবে উচ্ছৃংখল কিছু ঘটলেই কাউকে ক্ষমা করা হবে না— এ ধাঁচের ভয় সৃষ্টি করতে হবে। অন্তত, এক্ষেত্রে ভয়ে কেউ নৈরাজ্যের পথে যাবে না।

প্রশাসন এরকম শক্ত হওয়াই দরকার

❑ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষার্থী, সিভিল ডিপার্টমেন্ট

আমার তো মনে হয় ক্রিকেট বিশ্বকাপকে সামনে রেখেই এতসব ইস্যু করা হয়েছে। এতে যে সব ছাত্রেরই সায় ছিল তা নয়, গুটিকতক ছাত্র 'পরীক্ষা পেছানো এবং বিশ্বকাপ দেখা' এ দুটো বিষয়কে সামনে রেখেই ইস্যু খুঁজতে চেয়েছে। দীপুর ঘটনা যে সময়ে ঘটেছে সে ঘটনা অন্য সময়ে ঘটলে কেউ তার পক্ষে যেতো না। কারণ ব্যাপারটি ছিল অন্যায়। যেহেতু সামনে বিশ্বকাপ ছিল সে কারণে 'দীপু' ইস্যুকেই কাজে লাগানো হয়েছে। তবে দীপুকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছে— সেটা আরও নমনীয়ভাবে দেয়া যেতো। অন্যদিকে বাকি ৫৭ জনের মধ্যে কয়েকজন ছাড়া বাকিদের জন্য এ শাস্তি যথার্থ হয়েছে।

শাস্তি প্রদান যথার্থই হয়েছে

❑ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষার্থী, ম্যাকানিকাল ডিপার্টমেন্ট

বুয়েট বন্ধ থাকায় আড়াই মাস আমাদের শিক্ষা জীবন থেকে অকারণে ঝরে গেল। এর জন্য আমাদেরকে মূল্য দিতে হচ্ছে। আমার মতে অপরাধ সংঘটিত হলে শাস্তি হবেই। এক্ষেত্রেও শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। কয়েকজনকে বাদ দিলে শাস্তি প্রদান যথার্থই হয়েছে।

দীপুকে নমনীয় শাস্তি দেয়া যেতো

❑ রাফি, সিভিল ডিপার্টমেন্ট

বুয়েটে কতিপয় ছাত্রের দ্বারা সংঘটিত উচ্ছৃংখলতার কারণে শাস্তি প্রদানটা এক অর্থে ঠিকই হয়েছে। তবে আমি শুনেছি ৩ জনকে উস্কানিমূলকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। শুনেছি ঐ তিনজন সমাবেশ দেখতে বের হয়েছিল। তাদেরকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। অন্য আর সবার ব্যাপারে বলার কিছু নেই। তবে দীপুকে হয়তো আরও নমনীয় আকারে শাস্তি দেয়া যেতো। দীপু যেটা করেছে সেটা নিশ্চয়ই অপরাধ। তারপরও কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে শাস্তিটা অনারকম হতে পারতো। যেমন ওর নিজস্ব যেকোন এক

বুয়েট ক্যাম্পাস

সাবজেক্টে অকৃতকার্য দেখিয়ে শাস্তি প্রদান করা যেতো। কেননা ঐ এক সাবজেক্টে অকৃতকার্যের জন্য দীপু কখনও বুয়েটের শিক্ষক হতে পারতো না। এটাই হতো ওর জন্য বড় ধরনের শাস্তি। কিন্তু দীপুকে তারচেয়ে কঠিন শাস্তি দেয়া হয়েছে। তবে সার্বিক বিচারে শিক্ষকরাও নমনীয়তা দেখিয়েছেন।

সীমা লংঘন করলে শাস্তিটা প্রাপ্য

❑ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট

আমার কাছে তো মনে হয় শাস্তি প্রদানটা পুরোপুরি ঠিক হয়েছে। কেননা যে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে— সেটার প্রতি এখনও পর্যন্ত সকলের সমর্থন রয়েছে। শাস্তি নিয়ে বলার নতুন করে কি থাকতে পারে? সীমা লংঘন করলে শাস্তিটা প্রাপ্য। এটা সকলের বোঝা উচিত। তবে এটা ঢালাওভাবে বলা যায় না যে, ছাত্ররা এককভাবে উচ্ছৃংখলতার পথে পা বাড়িয়েছে। সেটাতে অন্য কোন পক্ষেরও ইন্ধন ছিল। আমি বলতে চাচ্ছি নিশ্চয়ই শিক্ষকরাও কেউ কেউ এর জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী।

ছাত্রদের প্রতি মানবিক আচরণ কাম্য ছিল

❑ মোবারক হোসেন, অভিভাবক

বুয়েটে কতিপয় নৈরাজ্যকর ঘটনায় এ শাস্তি প্রদানটা এক অর্থে যথার্থ। অন্তত নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে একটা শক্ত অবস্থান নেয়া গেছে। তবে সবকিছুর আগে ছাত্রদের প্রতি মানবিক আচরণকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমি বলছি না যে, কাউকে ঢালাওভাবে শাস্তি প্রদান করতে হবে কিংবা মাফ করে দিতে হবে। কথা ঘোষণা এমন থাকতে হবে যা কেউ এমনটা করতে সাহস তারপরে শাস্তি কার্যকর হোক ছাত্রদের মধ্যে অন্তত ভীতিটা

কতিপয় শিক্ষকের প্ররোচন

❑ নাম প্রকাশে অনিচ্ছু ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট

বুয়েটে উচ্ছৃংখলতার ঘটনা ঘটে থাকুক না কেন সেটা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আমার ছাত্রদের একার পক্ষে এরকম এবং শিক্ষকদের বাসায় আক্র শুধু এমনি এমনি কেউ পায় এর পেছনে কতিপয় শিক্ষকে কাজ করেছে। আমার মতে তা বের করা দরকার। এসব কিছু আমার মনে হয়, ছাত্র-শিক্ষক ক্রমশ গ্যাপের কারণে নানা ধ ঘটছে। আর এখন তো বুয়েটে সম্পর্ক নেই বললেই চলে। কমাতে হবে।

একটি, তাও বাস স্টপেজ দূরে। চৌরাস্তা এলাকায় যাত্রী থাকায় চতুর্মুখী গন্তব্যের যা দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

ব

দরপত্র নং-বরেন্দ্র-নিঃব
১। কাজের বিবরণ
২। সিডিউল প্রাপ্তির স্থান
৩। সিডিউলের মূল
৪। বায়নার টাকা
৫। সিডিউল বিক্রয় শেষ তারিখ ও স
৬। দরপত্র গ্রহণের তারিখ ও সময়
৭। দরপত্র গ্রহণের স্থান
৮। দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়
৯। ঠিকাদারের যোগ্যতা

মূল সনদপত্র দেখি হবে। কোন কারণ বাতিল ঘোষণা করতে

সি-৪২৬৪